বিষয়বস্তুঃ সুদ খাওয়া মারাত্মক কবীরা গোনাহ

যুল হিজ্জাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১১ যুল হিজ্জাহ ১৪৪৪ হিজরী, ৩০ জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০১

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعٰفًا مُضَاعَفَةً ط وَّاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ১১ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা সুদ খাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। তাই তিনি যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন নিস্বন্দেহে তাতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর যেসব কাজ তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে মানুষের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে সব কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে একটি বৃহত্তম কাজ হল সুদ খাওয়া। সূরা আল ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعٰفًا مُضَاعَفَةً وَّاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা বহুগুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।” এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের আরও বহু জায়গায় সুদ নিষিদ্ধতা এবং সুদের ভয়াবহ পরিনতি সম্পর্কে বহু আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম পূর্বে জাহেলী যুগেও সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ইসলাম যখন সুদকে হারাম বলে ঘোষণা করে, তখন মক্কার কাফিররা বলেছিলঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনা-বেচা তো সুদের মত। তাদের এ কথার অর্থ ছিল এই যে, কেনা বেচার ক্ষেত্রে যেমন একে অপরের সাথে মাল লেন-দেনের মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায়, অনুরুপভাবে সুদের মাধ্যমে টাকা-পয়সা বা মাল লেন-দেন হয়। আর এভাবে মুনাফা হাসিল হয়।অতএব, যখন দুটি জিনিস একই রকম, তখন একটি হালাল আর অন্যটি হারাম হওয়ার কী কারণ আছে ? আল্লাহ তায়ালা তাদের এ যুক্তি ভিত্তিক আপত্তির জওয়াবে বলেছেনঃ

اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

“আল্লাহ তায়ালা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। ” আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ, এ দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে হালাল আর অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে, নিশ্চয় সুদের মধ্যে কোন অনিষ্ট, বা খারাবী রয়েছে। সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক।

কারণ, পৃথিবীর সব কিছুর সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন জিনিস নেই। পৃথিবীর কণা পরিমান কোন বস্তু তাঁর কাছে গোপন নেই। অতএব, বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের গুণাগুণ, ব্যবস্থাপনা এবং লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

সুধীবৃন্দ ! আমরা আমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি। কিন্তু গোটা বিশ্বের লাভ-লোকসান সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জানতে পারি না। কারণ, কোন কোন বস্তু এমন আছে, যা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য লাভজনক হয়, কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্যে তাতে ক্ষতি লুকিয়ে থাকে। অনুরুপ ভাবে, কোন কোন বস্তু এমনও আছে যে, তার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়টি থাকে, কিন্তু ক্ষতির দিকটি বেশি। সুদের বিষয়টি তেমনই। এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী কিছু লাভ আছে বটে, কিন্তু ক্ষতির দিকটি খুবই মারাত্বক।

সুদের ফলে সীমিত কিছু মানুষের উপকার হয়।আর গোটা জাতি ও নিরিহ গরীব লোকদের ক্ষতি হয়।যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তবে অতি সহজেই বুঝতে পারব যে, সুদী লেন-দেনের কারণে সুদখোরও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থ লোভের কারণে, সুদখোর মানবতা হারিয়ে ফেলে। তার অন্তর পাষাণ হয়ে যায়। অভাব গ্রস্তের অভাব তার পাষাণ অন্তরে দাগ কাটতে পারে না। লোকেরা সুদখোরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর পরকালে তার জন্য আছে চরম শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আজ সমাজে সুদের কারবার ব্যাপক হয়ে

গিয়েছে। ব্যবসা-বানিজ্য, লেনে-দেন সব ক্ষেত্রেই সুদের বাজার। সুদের গোনাহ্ তার ভয়াবহ্ পরিণতির কথা আমাদের মন থেকে প্রায় মুছে গেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেনঃ

সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ

“আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সাদাকা’কে বাড়িয়ে দেন।”

সুদকে নিশ্চিহ্ন করা এবং দান-সাদাকা’কে বাড়িয়ে দেওয়া দুনিয়া ও আখিরত উভয় জগতে হবে।সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোন কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হবে। পক্ষান্তরে দান-সাদাকাহ্ কারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের উপায় হবে। দান-সাদাকাহ্ করলে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা দাতার ধন-সম্পদে বরকত দেন। সে মনে শান্তি অনুভব করে।

পক্ষান্তরে সুদের মাল সাময়িকভাবে যতই বেশি হোক না কেন, তা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। সুদখোরের মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। কোন না কোন বিপদের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা’মার (রহ) বলেছেনঃ আমি বুযুর্গদের

মুখে বলতে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে অবনতি শুরু হয়ে যায়। তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআনে এ কথা লেখা আছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদখোরের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হতে নাও দেখা যায়, তবুও এটা নিশ্চিত যে, ধন-সম্পদের উপকারিতা ও বরকত থেকে সে বঞ্চিত থাকে। কেননা কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা ও সোনা-রূপো স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয়, উপকারীও নয়। টাকা-পয়সা দ্বারা কেউ ক্ষুদা পিপাসা নিবারণ করতে পারে না। ঠান্ডা-গরম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না।তবে টাকা-পয়সা দ্বারা এমন কিছু বস্তু হাসিল করা যায়, যার সাহায্যে মানুষ আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। আর সুদখোর আরাম ও সম্মানজক জীবন থেকে বঞ্চিত।

ভাই সকল ! আমারা কেউ হয়ত মনে করতে পারি যে, বর্তমান তো সুদখোরদের আধিপত্য বেশি। তারাই আরাম ও সম্মানের পাত্র। গাড়ি-বাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আয়েশ-আরামের যাবতীয় ব্যবস্থা তাদের হাতের মুঠোয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কোন অভাব তাদের নেই।

কিন্তু একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, আয়েশ-আরামের সাজ-সরঞ্জাম হাসেল থাকলেই আরাম বা শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি এমন একটি জিনিস, যা টাকা পয়সা দিয়ে হাটে-বাজারে

কিনতে পাওয়া যায় না। বরং তা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসে। হাজারো মানুষ এমন রয়েছে, যাদের অর্থ সম্পদের কোন অভাব নেই। কিন্তু তারা শান্তিময় জীবন থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন রকম চিন্তায় তারা অস্থির। রাতে ঘুম আসে না।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা জেনে রাখি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ, যেখান কার অধিকাংশ মানুষ সুদী লেন-দেনে জড়িত। সম্পদের কোন অভাব তাদের নেই। কিন্তু তারা শান্তিময় জীবন থেকে বঞ্চিত। তাদের সম্পর্কে কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানকার শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি না খেলে ঘুমোতেই পারে না। আবার কখনও ঘুমের বড়িও তাদের ঘুম আনতে পারে না। বিভিন্ন রকম চিন্তাভাবনা জীবনের আরাম কেড়ে নিয়েছে।

যদি আমরা সুদখোরের অবস্থা লক্ষ্য করি, তবে সহজেই বুঝতে পারব যে, তাদের কাছে অনেক কিছু আছে, কিন্তু আরাম ও শান্তি নেই। তারা মানুষের শ্রোদ্ধা ও সম্মান থেকে মাহরুম। এক লাখ টাকা দেড় লাখ করতে, আর দেড় লাখকে দু'লাখ করার চিন্তায় তারা এমন মগ্ন থাকে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চা, সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য করার সময় পায় না।

সুদের গোনাহ খুবই মারাত্মকঃ

সহীহ বুখারীর ৫৬১৭ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ জুহাইফা (রযি) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর ও সুদদাতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।” আর ২৭৬৬ নম্বর হাদীসে নবীজি আপন উম্মতকে সাত প্রকার ধ্বংসকারী বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তার মধ্যে একটি হল ‘সুদ খাওয়া’।

তরগীব তরহীব কিতাবের ২৭৬৫ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সুদের একটি দিরহাম আল্লাহর নিকট ৩৩ টি যেনা করা থেকেও অতি মারাত্মক। এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সুদখোর আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট ও জঘন্য।

সুদখোরদেরকে আল্লাহর চরম হুশিয়ারীঃ

সুরা বাকারার ২৭৮,২৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং এবং অবশিষ্ট সুদ ছেড়ে দাও। যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন হয়ে থাক।আর যদি তোমরা তা ত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে

যাও।”

সুদ খাওয়া যে কত মহা অপরাধ, তা এ আয়াত দ্বারা সহজেই বোঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা সুদখোরের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। কুরআন ও হাদীসে ঈমানদারের প্রতি এর চেয়ে বড় ধমকি আর কোথাও নেই। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ সুদখোরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তুমি যুদ্ধের জন্য তোমার হাতিয়ার প্রস্তুত কর। তাফসীরে কুরতুবীতে এসব কথা লেখা আছে।

সুদখোরের শাস্তিঃ

মুসনাদে আহমাদের ৮৭৫৭ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে মি’রাজ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, সে হাদীসে নবীজি বলেছেনঃ আমি এমন কিছু লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলাম, যাদের পেট ঘরের মত বড় । তাতে বহু সাপ রয়েছে। পেটের বাহির থেকে সাপগুলি দেখা যাচ্ছে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম এসব লোক কারা ? তিনি বললেনঃ এরা সুদখোর।

সুদখোরের ভয়াবহ পরিনতি সম্পর্কে একটি ঘটনাঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছে? যদি কেউ কোন স্বপ্নের কথা বলতেন, তবে তিনি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলেদিতেন। নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি

তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছে? সাহাবারা বলেছিলেনঃ আমরা কেউ কোন স্বপ্ন দেখেনি। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার কাছে দু'জন লোক এসে আমার হাত ধরে পাক-পবিত্র এলাকাই নিয়ে গেছে।

সেখানে আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে। আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির হাতে লোহার একটি আঁকড়া রয়েছে। সে সেই আঁকড়া বসে থাকা লোকটির চোয়ালে প্রবেশ করিয়ে তা মস্তকের পিছনের দিক পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। একটি চোয়াল কাটা হয়ে গেলে দ্বিতীয় চোয়ালটিও এভাবে কাটছে।এদিকে প্রথম চোয়ালটি পুনরায় জুড়ে যাচ্ছে। লোকটি আবার প্রথম চোয়ালটি ঘাড় পর্যন্ত কেটে ফেলছে। এ দৃশ্য দেখে আমি সেই দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম বিষয়টি কী ? তারা বললেনঃ আপনি আগে চলুন। সুতরাং আমরা আগে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে আসলাম, যে চিত হয়ে শুয়ে আছে। আর তার মাথার কাছে এক ব্যক্তি একটি পাথরখন্ড নিয়ে দাড়িঁয়ে আছে। আর সে শুয়ে থাকা লোকটির মাথায় সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। যখন সে তাকে পাথর মারছে, মারার সাথে সাথে পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথরটি আনতে যাচ্ছে। পাথরটি নিয়ে আসার পূর্বেই তার মাথাটি আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। লোকটি পুনরায় তার মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত করে মাথা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। আমি

জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে? আমার সঙ্গী দু'জন বলেনঃ আপনি আগে চলুন। আমরা আবার চলতে লাগলাম।চলতে চলতে আমরা তন্দুর বা চুলার মত এক ছিদ্রের কাছে পৌঁছলাম। যার উপরটি ছিল সংকীর্ণ আর নিচের ভাগটি প্রশস্ত। আর তার নীচে আগুন জলছিল। সেখানে ছিল কিছু উলংগ নারী ও পুরুষ।আমি দেখলাম, আগুন যখন নিকটে আসছে, তখন তারা উপরে উঠে আসছে, এমনকি তারা তন্দুর থেকে প্রায় বার হয়ে যাওয়ার মত হচ্ছিল। আর যখন আগুন নিভে যাচ্ছিল, তখন সেই সব নারী ও পুরুষেরা আবার তন্দুরের ভিতরে চলে যাচ্ছে। আমি এ দৃশ্য দেখে আমার সঙ্গী দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব নারী ও পুরুষেরা কারা? তারা আমাকে বলেনঃ আগে চলুন। আমরা আগে চলতে লাগলাম। অতঃপর একটি রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।আর অন্য এক ব্যক্তি নদীর কিনারাই দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে পাথর রাখা আছে। যে লোকটি নদীতে আছে, সে সামনে এগিয়ে এসে নদী থেকে বার হওয়ার ইচ্ছা করলে কিনারাই থাকা লোকটি তার মুখে পাথর মেরে তাকে আবার সেই জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছে।

মোটকথা, যখন সে রক্তের নদী থেকে বার হতে যাচ্ছিল, তখন কিনারার লোকটি পাথর মেরে তাকে তার জায়গায় তাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলামঃ বিষয়টি কী? তারা বলেনঃ আগে চলুন। আমরা আগে চললাম এবং একটি সবুজ বাগানে আসলাম। সেই বাগানে একটা বড় গাছ ছিল।সেই গাছের গোড়ায় এক বৃদ্ধ ও কিছু

বাচ্চা ছিল। আর গাছের নিকটে এক ব্যক্তি ছিল, যার সামনে ছিল আগুন।লোকটি সেই আগুন জালাচ্ছিল। তারা আমাকে নিয়ে গাছে চড়ল এবং এমন ঘরে প্রবেশ করাল, যার থেকে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখেনি। তার মধ্যে ছিল অনেক পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ও যুবতী মহিলা এবং বাচ্চারা । তারা আমাকে সেখান থেকে বার করে গাছের উপর নিয়ে গেল এবং এমন এক ঘরে প্রবেশ করাল যা পূর্বের চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল।আর সেখানেও বৃদ্ধ ও যুবকেরা ছিল। আমি তখন আমার সঙ্গী দু'জনকে বললামঃ আপনারা আমাকে সারারাত ঘুরিয়েছেন। আমি যা দেখেছি এখন আমাকে সে সম্পর্কে অবগত করান। তখন সেই দু'জন ব্যক্তি আমাকে উত্তর দিয়ে বলেনঃ যাকে আপনি চোয়াল কাটতে দেখেছেন, সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী।সে মিথ্যা বলত, আর লোকেরা তার মিথ্যা প্রচার করত। আর তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত।তাকে কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাস্তি দেওয়া হবে।

আর যার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাকে কুরআনের ইল্‌ম দিয়েছিলেন, কিন্তু সে রাত্রে তা থেকে গাফেল ছিল. আর দিনের বেলায় তার প্রতি আমল করে নি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এমন ব্যবহার করা হবে। আর তন্দুরের মধ্যে যাদের দেখেছিলেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও মহিলা। আর রক্তের নদীতে যাকে দেখেছিলেন সে ছিল সুদখোর। আর গাছের গড়ায় যে বৃদ্ধটি ছিলেন তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তার আসপাসে যেসব বাচ্চারা ছিল, তারা লোকদের নাবালেগ বাচ্চা (যারা বালেগ হওয়ার আগেই

ইন্তিকাল করেছে)। আর যিনি আগুন জালাচ্ছিলেন তিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা মালিক।প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা সাধারণ মু'মিনদের ঘর। আর এটা শহীদদের ঘর।আমি হলাম জিবরাঈল।আর ইনি হলেন মিকাঈল।সহীহ বুখারীর ১৩২০ নম্বরে হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রযি) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীজিকে কয়েকটি গোনাহের শাস্তি দেখিয়েছেন তার মধ্যে সুদখোরের শাস্তি ছিল, সে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর কিনারায় আসলে পাথর দ্বারা সজোরে আঘাত করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে অভিশপ্ত সুদ থেকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রব্বালা আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবা